প্রথম আলো

তারিখ ... ২ MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশনের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ●

প্রথম আলোর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধির বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারসহ ছয় দফা দাবি আদায় না হলে আমরণ অনশন করবেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিক-শিক্ষার্থীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার ফের তিন ঘণ্টার অনশন করে এ ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।

'মুক্ত-স্বাধীন সাংবাদিকতায় ক্ষমতার কালো থাবা—রুখে দাঁড়াও' লেখাসংবলিত ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে গতকাল বেলা দুইটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এ অনশন কর্মসূচি চলে।

গত ২২ এপ্রিল *প্রথম আলোর* দ্বিতীয় সংস্করণে ৫-এর পাতায় 'শিক্ষক নিয়োগে নীতিমালা লঙ্ঘন' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। ওই দিন রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসের নির্বাহী আদেশে *প্রথম আলোর* প্রতিনিধি মিসবাহ উদ্দিনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। মিসবাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী। প্রকাশিত সংবাদের জের ধরে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই মিসবাহকে বহিষ্কার করায় পরদিন ২৩ এপ্রিল থেকে উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিক-শিক্ষার্থীরা অবস্থান ও অনশন কর্মসূচি পালন করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, সংবাদ প্রকাশ নিয়ে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটি ২৯ এপ্রিল আন্দোলন পরিচালনায় গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক *ডেইলি স্টার*-এর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি সুব্রত দাস ও *সমকাল* প্রতিনিধি তন্ময় মোদককে তাদের মুখোমুখি হতে চিঠি দেয়। তন্ময়ের অসুস্থতার কারণে তদন্ত কমিটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি ওই দুই সাংবাদিক। ঘটনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও নির্দেশনা পরিচালকের মাধ্যমে ওই দিনই উপাচার্যকে জানানো হয়।

স্টিয়ারিং কমিটি গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন অব্যাহত রাখার বিষয়টি গতকাল ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসকে জানানো হয়েছে।

সুব্রত দাস *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অনশন পালন করতে গিয়ে আমাদের সাংবাদিকেরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এর পরও আমরা আন্দোলন থেকে সরব না। আমাদের যৌক্তিক দাবি আদায় না হলে পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে আমরণ অনশন পালন শুরু করব।'

উপাচার্য জানান, যেসব শিক্ষকের চাপে মিসবাহকে সাময়িক বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি, এখন তাঁদের চাপেই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করতে পারছেন না। তবে তিনি বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।